বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ০১, পৌষ-মাঘ ১৪২৬, জানুয়ারি ২০২০

এ সংখ্যায়

- ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০-এর উদ্বোধন
- এক নজরে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০
- ক্যাম্পুরী স্বপ্ন
- ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর আলোকচিত্র
- বিভিন্ন ভূমিকায় কাব স্কাউট
- প্রসঙ্গ: মুজিব বর্ষ
- ছড়া-কবিতা
- খেলা-ধুলা
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৪ ■ সংখ্যা ০১
পৌষ-মাঘ ১৪২৬
জানুয়ারি ২০২০

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বিদায় ২০১৯, স্বাগত ২০২০! শুভ হোক নতুন বছর। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মত আমরাও আমাদের অগণিত পাঠক, লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ অগ্রদূত প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'। নতুন বছরটি আনন্দে, শান্তিতে ভরে উঠুক-এই প্রত্যাশা নিরন্তর।

নতুন সূর্য বিশ্ববাসীকে জানান দিচ্ছে 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের আগমনী বার্তা। এই বছরটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, অবিসংবাদিত মহাননেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের শততম বছর। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এ ভূ খণ্ডে। বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম সাল হিসেবে ইতোমধ্যে ২০২০ সালকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণাসহ উদযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত বাঙালি জাতি আবহমানকাল ধরে মাঙ্গলিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অতীতের জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে নতুন প্রত্যাশায় জেগে উঠে নব সূর্যালোকে। নতুন বছরের সূর্যের আলো প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হোক, জ্বলে উঠুক শুভবোধের মশাল, মঙ্গল ও কল্যাণ হোক প্রতিটি প্রাণীর। নতুন বছরে দেশের ১৬ কোটি মানুষ যেন গাইতে পারেন সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জয় গান। জয় হোক মানবতার- জয় হোক সভ্যতার। সফল হোক মুজিববর্ষ উদযাপন। অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাক আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এই নতুন বছরের শুরুতেই জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কালিয়াকৈর, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নবম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করতে পারা একজন কাবের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু সকল কাব স্কাউটের পক্ষে জাতীয় ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়ে উঠে না। যেসকল কাব এই ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেল না তাদের কথা চিন্তা করে ক্যাম্পুরীর খুঁটিনাটি সকল তথ্য, আলোকচিত্র, সংবাদ এর সমন্বয়ে আমরা অগ্রদূতের এবারের সংখ্যাটি কাবদের উপযোগী করে নবম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যেসকল কাবেরা ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের কাছে এই বিশেষ সংখ্যাটি স্মৃতির অ্যালবাম এবং যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের কাছে ক্যাম্পুরীর দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

সূচীপত্র

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০-এর উদ্বোধন	৩
এক নজরে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০	৫
ক্যাম্পুরী স্বপ্ন	৭
প্রেস কনফারেন্স ॥ ক্যাম্পুরী মিডিয়া টিম	১৩
অবমুক্ত হলো ক্যাম্পুরীর স্মারক ডাকটিকিট ॥ অভ্যর্থনা	১৪
স্বাস্থ্য সেবা ॥ ফায়ার সার্ভিস	১৫
ক্যাম্পুরী শপ ॥ নিরাপত্তা	১৬
৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর স্কাউটিং কার্যক্রম	১৭
খাদ্য ব্যবস্থাপনা ॥ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ॥ ক্যাম্পুরী টেল	২৫
ক্যাম্পুরী সচিবালয় ॥ পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ	২৬
সাইট অপারেশন ॥ বিভিন্ন ভূমিকায় কাব স্কাউট	২৭
প্রসঙ্গ: মুজিব বর্ষ	২৮
ভাওয়ালের রাজ্যে মৌচাকের রাণীই প্রথম পিআরএস	৩০
ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'নন ফরমাল এডুকেশন ফোরাম'	৩১
ছড়া-কবিতা	৩২
খেলা-ধুলা	৩৩
স্কাউট সংবাদ	৩৪

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

মৌচাকে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০-এর উদ্বোধন

“বঙ্গবন্ধুর নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ”

– মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো: আবদুল হামিদ

বঙ্গবন্ধুর নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এ বছর স্বাধীনতার সেই অগ্নিপুরুষের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে। আগামী ১৭মার্চ ২০২০ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ঠিক ৮দিন আগে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের কার্যক্রম শুরু হবে। চলবে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত। গোটা দেশবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয় নেতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য। এমনি সময়ে ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা সকলের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে ‘সোনার বাংলা’য় পরিণত করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের তরুণ প্রজন্ম, যারা, মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি, তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যদানকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট মো: আবদুল হামিদ এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য। জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের। দেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ভিশন ২০২১’, ‘ভিশন ২০৪১’ এবং শতবর্ষ মেয়াদি ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ‘টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে জনগণকে ইতিবাচক, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন যাত্রায় শামিল হতে হবে। এই স্কাউটিং কার্যক্রম পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল, সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সমাজকে এগিয়ে নিতে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ স্কাউটস সদস্য সংখ্যা বর্তমান ১৯ লাখ থেকে ২১ লাখে উন্নীত করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ২০২১

মৌচাকে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০-এর উদ্বোধন

সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে ৩২তম এপিআর স্কাউট জাম্বুরী। আমি জেনে আরও আনন্দিত যে, স্কাউট সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিশ্ব স্কাউট সংস্থার 'টপ ফাইভ কান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড' এবং 'এপিআর সাসটেইনেবল গ্রোথ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে। এজন্য আমি সকল পর্যায়ের স্কাউট ও স্কাউট নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে তোমরাই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। তোমরাই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে। সব সময় মনে রাখতে হবে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ আমাদের। এ জন্য তোমাদের যোগ্য ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। ক্যাম্পুরী চীফ এর বক্তব্য প্রদান করেন, ড. মো. মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. আলমগীর, সভাপতি, ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম এবং বিশেষ সিল অবমুক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কাব স্কাউটদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। সেইসাথে ২০১৮ সালে স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' এবং রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' অর্জনকারীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

■ প্রতিবেদন: **মোঃ মশিউর রহমান**
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রো

ও **জন্মজয় কুমার দাশ**
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

এক নজরে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২০২০

এবারের প্রতিপাদ্য 'কাবিং করবো, শান্তির বার্তা আনবো' সামনে নিয়ে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী শুরু হয়। কাব স্কাউটদের এই বৃহত্তর মিলনমেলায় সারাদেশ থেকে আসা ৯২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৬,৫০৩ জন কাব স্কাউট, ৯২৯ জন কাব স্কাউট লিডার, ৫৪৩ জন কর্মকর্তা, ৫১৯ জন স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট, ৭৯ জন সাপোর্ট স্টাফ, ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, আনসার, বাবুর্চিসহ প্রায় ৯ হাজার অংশগ্রহণকারী এই ক্যাম্পুরীতে যোগ দেন। এছাড়াও ক্যাম্পুরীতে অভিভাবক দিবস, টপ অ্যাচিভার্স ও উডব্যাজ রিইউনিয়নে স্কাউটার, রোভার স্কাউট, স্কাউট, কাব স্কাউট ও স্কাউট শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাম্পুরীর চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব মো. আলমগীর ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যাম্পুরী স্কাউট কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট ও সহায়তাকারীগণ ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ক্যাম্পুরী ময়দানে পৌছান। অংশগ্রহণকারীরা তাঁবুতে অবস্থান ক'রে ক্যাম্পুরী কার্যক্রমে অংশ নেন। সকলকে কেন্দ্রীয়ভাবে রান্না করা খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

২০ জানুয়ারি, ২০২০ অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মো: আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী উদ্বোধন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আ ক ম মোজাম্মেল হক এম পি বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে ক্যাম্পুরী চীফের বক্তব্য দেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মো. আলমগীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০১৮ সালে অর্জনকারী ৭০৩ জন স্কাউটের মাঝে 'প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' এবং ১২ জন রোভার স্কাউটের মাঝে 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ করেন। ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে।

১৮ জানুয়ারি স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউটদের এবং পরে কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব প্রদান ও তাঁদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯ তারিখে ক্যাম্পুরীর বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকগণকে অবহিত করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

২০ জানুয়ারি মৌচাক স্কাউট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে স্থাপিত এসডিভি (সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ) উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে

এক নজরে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরি ২০২০

এটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আ ক ম মোজাম্মেল হক এম পি।

এবারের ক্যাম্পটি পলিথিনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্যাম্প এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি দল কাজ করছে।

অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটরা ১২টি আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, আনন্দদায়ক, শিক্ষণীয় ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এই ১২টি কার্যক্রম 'স্বপ্ন' নামে অভিহিত। স্বপ্নগুলো হ'লো: স্বপ্ন-১: অরুণিমা, স্বপ্ন-২ : তাঁবু কলা, স্বপ্ন-৩: কাব কার্নিভাল, স্বপ্ন-৪ : ছুটির আনন্দ, স্বপ্ন-৫ : কাব অভিযান, স্বপ্ন-৬: ফান ফ্যাক্টরি, স্বপ্ন-৭: অন্যরকম বিজ্ঞান, স্বপ্ন-৮: এসডিভি, স্বপ্ন-৯: ফান অ্যান্ড গেইম, স্বপ্ন-১০: বন্ধু গড়ি, স্বপ্ন-১১: জানা অজানা, স্বপ্ন-১২ : ক্যাম্পফায়ার।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ভিলেজভিত্তিক তাঁবুজলসা, টপ অ্যাচিভার্স রিইউনিয়ন, অভিভাবক দিবস ও উডব্যাজ রিইউনিয়ন। এসকল অনুষ্ঠানে কাব স্কাউটদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এমপি, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি, সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, সাবেক মুখ্যসচিব ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহ. ফজলুর রহমান, সাবেক মুখ্যসচিব মো. আবদুল করিম, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, মো. আবুল কালাম আজাদ, সাবেক সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য শাহজাহান আলী মোল্লা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) আবুল কালাম আজাদ। ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য এসডিভির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠেয় মহা তাঁবুজলসা ও ক্যাম্পুরী সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জাহিদ মালেক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বপ্ন-১ 'অরুণিমা'

শীতের কুয়াশা মোড়া ক্যাম্পুরীতে প্রতিদিন ভোরের অমল ধবল আলো ফোঁটার আগেই কাবদের কলরবে জেগে উঠছে শিশির ভেজা সবুজ প্রান্তর। সারাদিনের উল্লাসের ক্লান্তিতে রাতে প্রশান্তির ঘুম। সূয্যি মামার আড়মোরা ভাঙার আগে কাবেরা জেগে ওঠে কুয়াশার আলো আধারিত চোখ ঘসতে ঘসতে। আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠা কাবদের মনোমুগ্ধকর প্রাতঃ কর্মতৎপরতায় পুলকিত হয় স্বপ্ন-১ অরুণিমার অ্যারোবিক্স বিপি পিটি, টার্ণ আপ, মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

স্বপ্ন-২ 'তাঁবুকলা'

স্কাউট ক্যাম্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অ্যাডভেঞ্চারময় বিষয় হলো তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা। ক্যাম্পুরীতে তাঁবুবাস করা কাব স্কাউটদের জন্য একটি স্মরণীয় ও আনন্দদায়ক সুযোগ। সারাদিন বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে খুদে কাব স্কাউটরা বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের জন্য ফিরে আসে তাঁবুতে। কাব স্কাউটবৃন্দ নিজেদের দেহ ও মন সুন্দর রাখার জন্য তাঁবুকে নিজের ঘরের মত সুন্দরভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে এবং ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। প্রতিদিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, টার্ণ আপ, উপস্থিতি, পোশাক, স্মার্টনেস, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনকারীরা মূল্যায়ণ করেন। মূল্যায়ন শেষে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সাব-ক্যাম্পভিত্তিক সেরাদের দেয়া হয় গৌরব পতাকা। প্রতিদিন গৌরব পতাকা অর্জনকারী ইউনিটের সকল কাব স্কাউটদের বিশেষ ষ্টিকার প্রদান করা হয়।

স্বপ্ন-৩ 'কাব কার্নিভাল'

কাব স্কাউটরা যেমন খুশি সেজে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরে ঘুরে শিখছে। বিষয়টি কিন্তু খুব মজার। এই প্রোগ্রামটি হলো কাব কার্নিভাল। এবারের ক্যাম্পুরীতে কাব কার্নিভালের অধীনে সাতটির বেশি স্টেশন রয়েছে। এগুলো হলো ভূতের বাড়ি, ভারসাম্য রক্ষা, টার্গেট শাপলা, বেলুন দিয়ে ডিসকাস থ্রো, কৌটায় বল ফেলা, বিলিয়ার্ড ও মার্বল দিয়ে বোতল ফেলা। কাব স্কাউটরা কাল্পনিক রেলগাড়ী, নৌকা ও লঞ্চ ইত্যাদি বাহনে চড়ে পর্যায়ক্রমে সব স্টেশনে গিয়ে নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলায় জিততে পারলে কাল্পনিক মুদ্রা (মার্বল) অর্জন করে। তাই শিশুরা মুদ্রা অর্জন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক থাকে।

স্বপ্ন-৪ 'ছুটির আনন্দ'

ক্যাম্পুরীর আকর্ষণীয় রোমাঞ্চকর ও আনন্দময় আয়োজন হচ্ছে স্বপ্ন-৪ ছুটির আনন্দ। ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে কাব স্কাউটদের জন্য আনন্দদায়ক, বিনোদনধর্মী, শিক্ষামূলক আয়োজন করা হয় ফ্যান্টাসি কিংডম পার্কে। কাব স্কাউটরা ক্যাম্পিং এর ব্যস্ততার ফাঁকে একটু প্রশান্তির প্রত্যাশায় গাঙচিলের ডানায় ভর করে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। প্রতিদিন সকালে ভিলেজভিত্তিক পার্কে যাবার অপেক্ষা, লাইনে দাড়িয়ে দুষ্টু মিষ্টি আনন্দের মধ্যে নির্ধারিত বাসের আগমন, যাত্রা পথে নাচ-গান-হইহুল্লোড় নিমিশে চলে যায় পার্কে।

এই ছুটির আনন্দে ফ্যান্টাসি কিংডমের ৬৮টি রাইডের মধ্যে কাব স্কাউটদের পছন্দ ও তাদের শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী ৯টি রাইডে উঠার সুযোগ পেয়েছে। কাব স্কাউটদের পছন্দের মজার রাইড ছিলো জুজু ট্রেন, বাম্পার গাড়ি, জাদুর গালিচা, রোলার কোস্টার, ঘূর্নি টানেল, ওয়েবপুল, ওয়াটার কোস্টার, স্কাই হপার ও টনি অ্যাডভেঞ্চার যা তাদের ছুটির আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেয়। কাব স্কাউট অনেকেই জীবনে প্রথম এমন মজা উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত। দিন শেষে আনন্দঘন স্মৃতিগুলোকে সোনার খাঁচায় বন্দী করে ফিরে আসে ক্যাম্পুরী এলাকায়।

স্বপ্ন-৫ 'কাব অভিযান'

অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে কাব স্কাউটরা প্রতিদিনই অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করে যা 'কাব অভিযান' নামে পরিচিত। এবারের ক্যাম্পুরীর কাব অভিযানকে সাজানো হয়েছে কার্টুন সিরিজ দ্য জাংগল বুক এর আদলে। সেখানে প্রত্যেক কাব স্কাউট এক একজন মুগলির ভূমিকায় থাকছে। এতে তারা আকেলা, বালু, বাঘেরা, শের খাঁ, কা, তাবাকি, রাজা লুই ও বানরের দল ইত্যাদি চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করে।

স্বপ্ন-৬ 'ফান ফ্যাক্টরী'

ক্যাম্পুরীর একটি আকর্ষণীয় স্বপ্ন ফান ফ্যাক্টরি। এখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে বিষয়ভিত্তিক স্টল সাজানো থাকে। স্টলসমূহ হ'ল তৈজসপত্র তৈরি (কুমার এর কাজ), মাটির মডেল তৈরি, বাই সাইকেল মেরামত, পায্‌ল মেলানো, দোভাষী, চিত্রকলা, অরিগামি, দড়ির কাজ, পুঁতির কাজ, ছবি আঁকা ও হাতের লেখা। প্রতিটি স্টলে অংশগ্রহণ ক'রে কাব স্কাউটরা কিছু আইটেম দেখতে, শিখতে ও নিজেরা তৈরি করতে চেষ্টা করে। যারা ভালোভাবে তৈরি করতে পারে তারা বিভিন্ন উপহার পায়। একজন কাব স্কাউট তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনটি বিষয়ে অংশ নিয়ে সফল হ'লে ক্যাম্পুরীর এ স্বপ্নের স্টিকার লাভ করে।

স্বপ্ন-৭ 'অন্যরকম বিজ্ঞান'

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে ক্যাম্পুরীতে যোগ করা হয় অন্যরকম বিজ্ঞান নামের একটি স্বপ্ন। কাব স্কাউটদের জন্য এই স্বপ্নে বিজ্ঞান বক্স স্টল থেকে খুব সহজেই সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে কীভাবে মজার মজার বিজ্ঞান সামগ্রী তৈরি করা যায় তা দেখানো হয় এবং হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও এই স্বপ্নে ফোরডি মুভি আর ভিআর বক্সে মজার মজার ভিডিও দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্বপ্নের আরও একটি মজার আয়োজন ছিলো প্রত্যেক ইউনিটের নিজেদের তৈরি করা প্রজেক্ট প্রদর্শন। সবচেয়ে কার্যকর ও আকর্ষণীয় সায়েন্স প্রজেক্ট নির্মাণকারী ইউনিটসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়। খুদে স্কাউটরা স্বতস্ফূর্তভাবে এই স্বপ্নে অংশ নেয়।

স্বপ্ন-৮ 'এসডিভি'

এসডিজির মূল প্রতিপাদ্য 'কাউকে পেছনে রেখে নয়' আর স্কাউটিংয়ের মূলনীতি 'অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন'। এসডিজি অর্জিত হলে সকলেরই উন্নতি। এসডি ভিলেজে স্থাপিত স্টলের সমন্বয়ে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে এসডিজির বেশ ক'টি লক্ষ্যের বাস্তবায়ন ঘটছে। তাই ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের মাঝে এসডিজির ১৭টি গোল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান করাই ছিলো এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য।

গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ এসডিভি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রদর্শনী করছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ এলাকার ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উন্নয়ন অগ্রগতির প্রদর্শনী স্টল সাজিয়েছে এখানে। এছাড়াও এসডিভি এ বেটার ওয়ার্ল্ড এর ফ্রেইমওয়ার্কের আওতাধীন মেসেঞ্জার অভ পিস, স্কাউট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ও ওয়ার্ল্ড স্কাউট এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম নামের তিনটি আলাদা স্টল দিয়েছে। কাব স্কাউটরা এ বিষয়সমূহের ওপর জ্ঞান অর্জন ক'রে ইউনিটভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে স্টিকার লাভ করে।

স্বপ্ন-৯ 'ফান অ্যান্ড গেইম'

খেলাধুলাই সু-স্বাস্থ্যের মূল। শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। এ স্বপ্নের দায়িত্ব পালনকারীদের নির্দেশনা অনুসরণ ক'রে বিকেলে দেশীয় খেলা গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, ফুলটোকা, বৌচি, রিং চালানো, সাত চারা ও ঘুড়ি ওড়ানো এবং বিদেশী খেলা ৬ জনের ক্রিকেট, ৬ জনের ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ও খো খোতে খুদে কাব স্কাউটরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। হাজার হাজার খুদে কাব স্কাউটের অংশগ্রহণে ক্যাম্পুরী এলাকার বিশাল মাঠে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। কাব স্কাউটরা দু'টি খেলায় অংশ নিয়ে এ স্বপ্নের স্টিকার অর্জন করে।

স্বপ্ন-১০ 'বন্ধু গড়ি'

বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে কাব স্কাউটরা ক্যাম্পুরীর এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এই মিলনমেলায় কাব স্কাউটরা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে ক্যাম্পুরীর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তারা কেউ কাউকে চেনেনা। ক্যাম্পুরীর এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য হলো অপরিচিত কাব স্কাউটদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কাব স্কাউটকে ভিন্ন ভিন্ন রঙের একটি ছবির ৬টি টুকরার একটি টুকরা দেয়া হয়। কাব স্কাউটরা ছবিটির বাকি ৫টি টুকরা যাঁদের কাছে আছে তাদের খুঁজে বের করে এবং নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

স্বপ্ন-১১ 'জানা অজানা'

ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য। এই স্বপ্নে প্রত্যেক ইউনিটকে একটি করে প্রশ্নপত্র প্রদান করা হয়। প্রশ্নপত্রের বিষয়গুলো হলো স্কাউটিং, মুক্তিযুদ্ধ, তথ্য প্রযুক্তি, ইতিহাস, খেলাধুলা, সাহিত্য, দেশ ও বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা তাদের উত্তরপত্র স্বপ্নের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট জমা দেয়। উত্তরপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মান অর্জনকারী ইউনিটকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্বপ্ন-১২ 'ক্যাম্পফায়ার'

স্কাউটিংয়ের অন্যতম আনন্দদায়ক কার্যক্রম হলো ক্যাম্পফায়ার। এটি ক্যাম্পিংয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জুলু সম্প্রদায়ের আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ করার বিষয়টি স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিভেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অভ গিলওয়েল স্কাউটিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই থেকে স্কাউটিংয়ের নিজস্ব রীতি ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ক্যাম্পফায়ার আয়োজন করা হয়। কাব স্কাউটরা সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে অগ্নিকুন্ডের পাশে নির্মল আনন্দলাভের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নাচ, গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে। কাব স্কাউটরা ষষ্ঠক ও কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে সাবক্যাম্প ও ভিলেজ ক্যাম্পফায়ারে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়ে গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ারে অংশ নেয়।

প্রেস কনফারেন্স

১৯ জানুয়ারি ২০২০, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এ অবস্থিত মনযূর উল করীম অডিটোরিয়ামে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে ক্যাম্পুরী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সাংবাদকর্মীদের অবহিত করার লক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার ৩৯ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) ও ডেপুটি ক্যাম্পুরী চীফ (প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাপনা) সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার এর সভাপতিত্বে জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম, ডেপুটি ক্যাম্পুরী চীফ (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা); কাজী নাজমুল হক, ডেপুটি ক্যাম্পুরী চীফ (খাদ্য ব্যবস্থাপনা); ফেরদৌস আহমদ, ডেপুটি ক্যাম্পুরী চীফ (সাইট অপারেশান); মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, ডেপুটি ক্যাম্পুরী চীফ (প্রোগ্রাম); আমিমুল এহসান খান পারভেজ, অ্যাসিসটেন্ট ক্যাম্পুরী চীফ (আবাসন ও সাজসজ্জা); সালাহউদ দীন আহমদ, সমন্বয়কারী (প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন); আরশাদুল মুকাদ্দিস (ক্যাম্পুরী সচিব) এবং মীর মোহাম্মদ ফারুক, যুগ্ম সমন্বয়কারী (প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন) উপস্থিত সাংবাদিকদের ক্যাম্পুরী সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন।

ক্যাম্পুরী মিডিয়া টিম

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে তরুণ রোভার স্কাউট ও ইউনিট লিডারদের সমন্বয়ে গঠিত প্রশিক্ষিত মিডিয়া টিম।

মিডিয়া টিম প্রেস কনফারেন্স, স্থিরচিত্র ধারণ ও ক্যাম্পুরীর সংবাদ সংগ্রহ, ভিডিও ধারণ ও এডিট, লাইভ ভিডিও প্রচার, প্রতিদিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ, ভিডিও, ক্লিপসহ সংবাদ প্রেরণ, ক্যাম্পুরী স্যুভেনির, ২টি ক্যাম্পুরী সমাচার প্রকাশ, প্রতিদিনের ছাপানো ও অনলাইন পত্রিকা থেকে বেছে ক্যাম্পুরীর সংবাদ সংরক্ষণসহ নানাবিধ প্রচার কাজে নিয়োজিত আছে।

সারা ক্যাম্প যখন ঘুমাচ্ছে তখন মিডিয়া টিমের সদস্যদের ২১টি ল্যাপটপ, ১০টি ডিএসএলআর ক্যামেরা, ২টি ভিডিও ইউনিট ও এ্যাপল এডিটিং প্যানেলে হাই স্পীড ইন্টারনেট কাজ করে যাচ্ছে। এই মিডিয়া টিমের প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। এরই মধ্যে এই মিডিয়া টিম আমাদের আশপাশের সকল দেশের ও এপিআরের মিডিয়া প্রচারের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। তার পরও এই টিম নিজেদের মাইলফলক নিজেরাই ভাঙ্গতে চাইছে।

‘অবমুক্ত হলো ক্যাম্পুরীর স্মারক ডাকটিকিট’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট মো. আবদুল হামিদ ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর স্মারক ডাক টিকিট ও উদ্বোধনী স্মারক খাম অবমুক্ত করেছেন। ক্যাম্পুরীকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপ পরিচালক ও সম্পাদক, বরিশাল অঞ্চল, জনাব তাপস কান্তি গোলদার এর নকশাকৃত বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১০/- (দশ) টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ১০/- (দশ) টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম, ৫/-(পাঁচ) টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড ও একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ডাকবিভাগের এমন উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

অভ্যর্থনা

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণের জন্য সারাদেশ থেকে আগত কাব স্কাউট, আকেলা, ক্যাম্পুরী কর্মকর্তা, রোভার স্বেচ্ছাসেবক এবং অতিথিদের স্বাগত জানানোর জন্য জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর দ্বিতীয় গেইট সংলগ্ন পুকুর পাড়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় অভ্যর্থনা কেন্দ্র। অভ্যর্থনা কেন্দ্রের অনিন্দ্য সুন্দর আলোকসজ্জা ও গোছালো পরিপাটি পরিছন্ন পরিবেশ ক্যাম্পুরীতে আগত অতিথিদের পথের ক্লান্তি দূর করবে এক নিমিষেই। সেই সাথে চা-কফির সংক্ষিপ্ত জলযোগ এর ব্যবস্থা তো রয়েছেই!

স্বাস্থ্য সেবা

ক্যাম্পুরীতে কাব স্কাউটরা তাদের কার্যক্রম স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অসতর্কভাবে আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা আহত যাই হোকনা কেন সেবাদানে এগিয়ে আসার জন্য কাব স্কাউটদের জন্য জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাব ভবনে স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী হাসপাতাল ও ফাস্ট এইড সেন্টার। সাধারণ অসুস্থ হলে ক্যাম্পের অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল ও ফাস্ট এইড সেন্টারে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। গুরুতর অসুস্থ হলে এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস

ক্যাম্পুরী এলাকায় দূর্ঘটনা মোকাবেলায় ২৪ ঘন্টা প্রস্তুত বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। একটি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশনসহ ক্যাম্পুরী এলাকায় বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্বরত অবস্থায় রয়েছেন অধিদপ্তরের কর্মীগণ। জরুরী মূহুর্তে রয়েছে ফায়ার সার্ভিসের এ্যাম্বুলেন্স সেবা। মোঃ আব্দুল আলিম (ডি.এ.ডি) এর নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি দল দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সাথে তারা নিজ উদ্যোগে দূর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস ও তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের লক্ষ্যে করণীয় সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করছেন। ক্যাম্পুরী এলাকাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন থাকা আবশ্যক, এমনই পরামর্শ দমকল কর্মীদের। জরুরী অবস্থায় সেবা প্রদান কিংবা যে কোন দূর্ঘটনা মোকাবেলায় ২৫টি এক্সটিংগুইসার, ১টি এ্যাম্বুলেন্স, ২টি টু-হুইলার, ১টি পানিবাহী গাড়ী এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

স্কাউট শপ

বিভিন্ন ক্যাম্পের স্মারক এবং স্কাউটিং সামগ্রী সংগ্রহ যাদের শখ, তাদের জন্য সুখবর। ক্যাম্পের স্মৃতিস্মারক হিসেবে ব্যাজ, ওয়াগল, কোটপিন, চাবির রিং, বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ, টি-শার্টসহ বিভিন্ন স্কাউট সামগ্রী বিক্রয় করা হচ্ছে স্কাউট শপে। এবারের ক্যাম্পুরীর স্কাউটশপে রয়েছে কাবদের জন্য স্পেশাল রোপ ব্যাগ কালেকশন এবং ক্যাম্পুরীর লোগো খচিত মগ। আকর্ষণীয় এ পণ্যগুলো সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করতে চলে আসুন স্কাউটশপে। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এম. মহবুব উজ্জামান ভবনের পূর্ব পাশেই রয়েছে স্কাউট শপ। কাব স্কাউট ও কাব নেতারা যখনই সুযোগ পায়েছে স্কাউটশপে এসে তাদের প্রয়োজনীয় স্কাউট সামগ্রী ক্রয় করে।

নিরাপত্তা

কাব ক্যাম্পুরী হলো কাব স্কাউটদের মিলন মেলা। যেখানে প্রায় ৯,০০০ খুদে স্কাউট এসে একসাথে মিলিত হয়। গড়ে উঠে নতুন এক বন্ধন। যাকে বলি ভ্রাতৃত্বেও বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন ও প্রাণের বন্ধন। এতো ক্ষুদে স্কাউটদের সমাগম যেখানে, সেখানে উঠে আসে নিরাপত্তার কথা। এত মানুষ একসাথে! কে দেবে তাদের নিরাপত্তা? দিনে রাতে সকল সময় কি তারা নিরাপদ? হ্যা! তারা নিরাপদ। কেননা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে ৪৪ জন চৌকস রোভার স্কাউটরা। পুরো ক্যাম্প এলাকায় তারা নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ২৪ ঘণ্টা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯ম জাতীয় কাব ক্যা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর স্কাউটিং কার্যক্রম

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর ছবি তুলেছেন সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মোঃ মশিউর রহমান, রাসেল আহমেদ, জন্মজয় কুমার দাশ, এহসান খান, রোভার মনিরুল ইসলাম, রোভার কিশোর কুমার, রোভার মাহমুদুল হাসান, রোভার ওমর ফারুক, রোভার আহসান হাবীব, রোভার ধ্রুব ব্যানার্জী, নুর উদ্দিন এবং শেখ সাদি।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। সুস্থ দেহের জন্য সময়মত পুষ্টিকর খাবার অত্যন্ত জরুরী। ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে কাবদের বয়স ৬-১০ বছর। তাই তারা ক্যাম্পে রান্না করে না। প্রতিদিন ৫ বার রান্না করা তৈরি খাবার বক্সে ও ব্যাগ ভরে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতি ইউনিটে পাঠানো হয়। তারা দলগতভাবে একসাথে খাবার গ্রহণ করে।

কর্মকর্তা ও ভলান্টিয়ারগণ মুগলি ক্যাফেটেরিয়ায় ছজ কোড স্ক্যান করে খাবার গ্রহণ করে। এখানে খাবার গ্রহণের সময় মার্জিত গান বাজতে থাকে। রান্না, মেন্যু, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা খুবই ভাল।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ক্যাম্পুরী সফলভাবে বাস্তবায়নের পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউটরা। তাদের নিবেদিত স্বেচ্ছাশ্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। সার্ভিস টিমের সকল সদস্য কাজ করেন মানবসম্পদ বিভাগের সাথে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ স্কাউটস অনলাইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করেছে। ফলে অংশগ্রহণের জন্য সরাসরি আবেদন করার সুযোগ পেয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত এলাকার স্কাউট সংশ্লিষ্টরা।

ক্যাম্পুরী টেল

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে আগত অতিথিদের জন্য রয়েছে অস্থায়ী আবাসন, ক্যাম্পুরী টেল। ক্যাম্পুরী টেলটি এম মহবুবুজ্জামান ভবনের দক্ষিণ পাশে এবং স্কাউট শপের উত্তর পাশে অবস্থিত। এখানে অভিভাবক, ক্যাম্পুরী দর্শনার্থী, ওল্ড স্কাউট, টপ অ্যাচিভার্স রি-ইউনিয়ন ও উডব্যাজার রি-ইউনিয়নে অংশগ্রহণকারী, ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কোন অফিসিয়াল বা ইউনিট লিডারগণের পরিবারের সদস্য ক্যাম্পুরী টেল- এ থাকতে পারবেন। তবে ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কোন দলের ইউনিট লিডার, ক্যাম্পুরী অফিসিয়াল বা স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পুরী টেলে অবস্থান করতে পারবেন না। ক্যাম্পুরী টেল এ প্রতিদিনের জন্য জনপ্রতি পাঁচশত টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। ক্যাম্পুরী টেল এ অবস্থানকারীগণের জন্য ক্যাম্পুরী কর্তৃপক্ষ খাবারের ব্যবস্থা করছেন।

ক্যাম্পুরী সচিবালয়

ক্যাম্পুরী সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ। এরমধ্যে অন্যতম একটি বিভাগ হল ক্যাম্পুরী সচিবালয়। ক্যাম্পের সকল কাজে সহায়তা ক'রে থাকে এই বিভাগটি। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজ করে ক্যাম্পুরী সচিবালয়।

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী থেকে এই কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

২০ জানুয়ারি ২০২০ সকালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) ও প্রোগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি মোঃ শাহ আলম ৪টি ভিলেজে ভাগ হয়ে স্কাউট কর্মকর্তা ও ভলান্টিয়ারদের সাথে নিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান। আগামীতে, 'পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ করবো সকলে মিলে' এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে সকল কাব, স্কাউট, রোভার ও নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাসাবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্যাম্প এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাইট অপারেশন

ক্যাম্পুরী এলাকাকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছে ক্যাম্পুরীর সাইট অপারেশন টিম। ক্যাম্পুরীতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়নিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য ক্যাম্প শুরুর প্রায় মাস খানেক আগ থেকেই তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এবারের ক্যাম্পের প্রতিটি টয়লেটে সাবান এবং গোসলখানায় বালতি ও মগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা দ্রুত সমাধান করছেন সাইট অপারেশনের একদল দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মী। হাত ধোয়ার জন্য বড় বেসিন তৈরি করাসহ ড্রেইনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় পুরো ক্যাম্প এলাকায় ফগার মেশিনের মাধ্যমে মশা নিধনের ওষুধ ছড়িয়ে তাঁবু এলাকাকে মশামুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্প এলাকার ময়লা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কারের মাধ্যমে ক্যাম্প এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখায় সাইট অপারেশন টিমের কর্মীরা সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

ক্যাম্পুরী চীফ, ভিলেজ চীফ এবং সাবক্যাম্প চীফের ভূমিকায় কাব স্কাউট

স্কাউটিং শিশু, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরই আলোকে ক্যাম্পুরীর ৫ম দিনে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের মধ্য থেকে একজনকে ছায়া ক্যাম্পুরী চীফ, ৪জনকে ভিলেজ চীফ এবং ৮জনকে সাবক্যাম্প চীফের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কাব স্কাউটরা পতাকা উত্তোলনসহ দিনের সকল কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এভাবেই আগামী দিনের নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য চলছে কার্যকর ও দারুন উৎসাহব্যঞ্জক অনুশীলন।

প্রসঙ্গ: মুজিব বর্ষ

"১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ, আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই, বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।"

(বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারের রোজনামচা বইয়ের পৃঃ ২০৯; চতুর্থ মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪২৪/ আগস্ট ২০১৭ থেকে)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার ঘাঘোর ও মধুমতি বিধৌত টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন।

জাতির পিতা, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সদস্যের হাতে তাঁর ধানমন্ডি ৩২-এর বাসভবনে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। যা বৈশ্বিক ইতিহাসের চরম ন্যক্কারজনক ঘটনার একটি । বেঁচে থাকলে এই মহান নেতা ২০২০ সালের ১৭ মার্চ-এ হতেন শতবর্ষী। কিন্তু দূর্ভাগা জাতি হিসেবে এই মহান নেতাকে আমরা হারিয়ে ফেলিছি '৭৫ এ! তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে রাজনীতির পালাবদল আর নানান উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালি জাতি। জাতির ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার অপপ্রয়াশও কম চালানো হয়নি। কিন্তু যা সত্যি তা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আলোর মতন চকচকে। ইতিহাস কখনো মিথ্যে বলেনা। কিন্তু অপশক্তি কখনো কখনো মিথ্যে ইতিহাস বানাতে চায়। অপশক্তির মেঘ কেটে গেলেই আদি সত্য প্রকাশিত হয় প্রকৃতির নিয়মেই।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও ত্যাগ-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জন্মশত বার্ষিকী পালনে হাতে নিয়েছে বছরব্যাপী নানান কর্মযজ্ঞ।

২০২০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০২০ সালে পূর্ণ হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং ২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ উপলক্ষেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হবে বলে ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত মুজিব বর্ষ পালিত হবে। এখানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যেসব জাতীয় দিবস পড়বে সেগুলোকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হবে। দেশের ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত এই বর্ষ পালন করা হবে। মুজিব বর্ষ সরকারিভাবেও পালিত হবে।" তিনি জানান, বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী। বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশি মেহমানরা। আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মের শতবর্ষ পদার্পণের মুহূর্তে এ অনুষ্ঠান হবে।

ইতোমধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সভাপতি করে ১০২ সদস্যের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই সাথে অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপককে সভাপতি এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে প্রধান সমন্বয়ক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি দুটি এরই মধ্যে তাদের কাজ জোরালোভাবে শুরু করেছে। প্রকাশিত হয়েছে মুজিব বর্ষের বিশেষ লোগো। মুজিব বর্ষ সফল করতে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির গঠিত ৮টি উপ কমিটি কাজ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী

উদযাপনের কাউন্টডাউন বা ক্ষণগণনা শুরু হয় ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে।

২০১৯ সালের ১২-২৭ নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ২৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপু মনি, এম.পি এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সাথে যৌথ ভাবে মুজিব বর্ষ পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুজিব বর্ষ পালনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বর্ষপঞ্জি প্রকাশের কাজ চলমান আছে। ফলে ১৯৫টি দেশে মুজিব বর্ষ পালন করা হবে।

এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক চিত্রকর্ম, প্রামাণ্য চিত্র, শর্টফিল্ম প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতির পিতার সংগ্রামী কর্মজীবন ও আদর্শ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা হবে।

সরকারি দিক নির্দেশনা মোতাবেক মুজিব বর্ষ উদযাপনে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ স্কাউটস। মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস ইউনিট থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা, বিশেষ প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং, গ্রুপ ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ, রক্তদান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কার্ণিভাল, আনন্দ র‍্যালী, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, উপস্থিত বক্তৃতা, ৭ই মার্চের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ম্যুরাল তৈরি, বিভিন্ন কোর্স, বিশেষ ব্যাজ তৈরি, আন্তর্জাতিক স্কাউট জাম্বুরীসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগ কাজ করছে।

মুজিব বর্ষের সকল কর্মযজ্ঞ সফল ও সার্থক হোক সেই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। জয় হোক শুভ কাজের!

সংকলন: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

"আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দীন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোঘল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলো আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে।"

(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান , প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ: ৩)

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর প্রকাশিত 'সমাচার' প্রথম সংখ্যার আলোকচিত্র

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর প্রকাশিত 'সমাচার' দ্বিতীয় সংখ্যার আলোকচিত্র

ভাওয়ালের রাজ্যে মৌচাকের রাণীই প্রথম পিআরএস

■ পূর্ববর্তী সংখ্যার পর

স্কাউটিংয়ের কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে বাঁধা

মেয়ে ব্যক্তি হিসেবে যে কাজই করতে চায়, সেখানে কিছু বাধার সম্মুখিন হতে হয়। এটাই সাধারণ বিষয়। সেই বাধাঁকে অতিক্রম করাটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাঝ পথে ২০১৬ সালে আমার বিয়ে হয়ে যায়। নতুন জায়গায় চলে আসতে হয়। নতুন সংসার সামলে স্কাউটিংয়ে আর সক্রিয় থাকা সম্ভব হচ্ছিলনা। কিন্তু স্কাউটিং থেকে দূরে থাকাও ছিল আমার জন্য অনেক কঠিন একটি কাজ। নিজের মনকে স্থির করলাম আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করব। আমার স্বামী ড. মোঃ সাবিরোজ্জামান-এর সহযোগীতায় আবার শুরু করি। রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম যেখানে থেমে ছিল, সেখান থেকে শুরু করলাম। আমি মনে করি ইচ্ছা থাকলে সকল বাধাঁকে উপেক্ষা করে সফল হওয়া সম্ভব।

ইউনিট লিডার বা সিনিয়রদের 'সহযোগীতা ও শাসন'

হ্যাঁ, করেছেন। তিনি হলেন সাবেক ঢাকা বিভাগীয় এসআরএম প্রতিনিধি। স্কাউটিং বিষয়ে আমার প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনে শাসন করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন। যখন শাস্তি পেতাম তখন খুবই খারাপ লাগতো। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পাতাম আমার ভুলের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে তখন ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। একবার আমাকে ইউনিটের কার্যক্রম ব্যাতিত অন্য সকল প্রোগ্রামে ০৬ (ছয়) মাস বিরত রাখেন। কারন জানতে চাইলে তিনি এক কথায় উত্তর দেন, "সময় হলে, উত্তর পাবে এবং সময়ই বলে দিবে"। সময় মতোই উত্তর পেয়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। তাই আমি মনে করি, "শাসন করা তারই সাজে, সহযোগিতা করে যে"। ওনার মাধ্যমে আমি প্রথম বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দপ্তরে যাই, বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত'এ সংবাদ পাঠ, উপস্থাপনা ও কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ পাই। সুযোগ পাই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের।

সংসার, পড়ালেখা এবং সংগঠন সমন্বয়

আসলে এই বিষয়গুলোকে সমন্বয় করা একটু কঠিন ছিল আমার জন্য। সংসার এবং 'মা' এর দায়িত্ব পালন করে, লেখাপড়া শেষ করে আমি সংগঠনের কাজ করতাম। আমার স্বামী ড. মোঃ সাবিরোজ্জামান-এর ভূমিকা ছিল এখানে অনেক বেশি। আমি যখন লেখা পড়া এবং সংগঠনের কাজ করতাম তখন সে আমাদের সন্তানের দায়িত্ব সে পালন করত। আসলে বিয়ের পর তার সার্বক্ষণিক সহযোগী ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।

যাদের কথা মনে পড়ে বা মিস করি

স্কউটিংয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে প্রায় সবাইকেই মনে পড়ে। তাদের মধ্যে খুব বেশি মনে পড়ে যাদের সাথে পরিভ্রমণ করেছি, তাদের কথা। আমরা একসাথে অনেক কঠিন সময় পার করেছি। আমাদের একসাথে পিআরএস দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কয়েকজন স্কাউটিং থেকে দূরে সরিয়ে যায় আবার কেউ স্কাউটিংএ সম্পৃক্ত থাকলেও পিআরএস অর্জনের জন্য পরবর্তী কাজ সমূহ সম্পন্ন করে নাই। আমি তাদেরকে অনেক মিস করি।

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য

এক কথায় দুরুণ এক অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। স্বপ্ন পূরণের আনন্দ এবং তৃপ্তি এতো বেশি যা এখন অনুভব করছি। আমি কৃতজ্ঞ যেই সব মানুষদের প্রতি যারা আমাকে এই পর্যন্ত পৌঁছাতে সহযোগীতা করেছেন। এছাড়াও আমার ইউনিট মৌচাক ওপেন স্কাউট গ্রুপ, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভার, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহযোগীতা কখানোই ভুলার নয়। রোভার স্কাউট আমেনা আক্তারের সহযোগিতা চির স্মরণিয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। নতুনদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো ইচ্ছা শক্তি থ াকলে সব কিছুই করা সম্ভব। তাই লক্ষটাকে স্থির কর এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী, সফলতা আসবেই। সর্বপরি সবার জন্য শুভ কামনা থাকলো।

■ সংকলন: জে এম কামরুজ্জামান
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'নন ফরমাল এডুকেশন ফোরাম'

ওয়ার্ল্ড অরগানাইজেশন অব স্কাউটস মুভমেন্ট (ওজম) এর উদ্যোগে ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্রাজিলের রিও ডি জানিরোতে অনুষ্ঠিত হল 'নন ফরমাল এডুকেশন ফোরাম'। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া সমাজ, প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুস কিভাবে মানব কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে সেটিই এই আন্তর্জতিক ইভেন্টটির মূল বিষয়বস্তু ছিল।

ওয়ার্ল্ড নন-ফর্মাল এডুকেশন ফোরাম হল একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্টস । এই ইভেন্টে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলি যুবদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং যুব বিকাশের বিষয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করে। ৭০ টিরও বেশি আন্তর্জাতিক গ্রুপ, যুব সংগঠণের নেতৃবৃন্দ এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক যুবাদের শিক্ষা প্রদান এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইভেন্টটি ৪টি সংস্থা সম্মিলিতভাবে আয়োজন করে। সংস্থাগুলো হল–

1. World Organisation of the Scout Movement (WOSM)
2. UNICEF
3. United Nations Population Fund (UNFPA)
4. Office of the Secretary-General's Envoy on Youth (OSGEY)

এই ইভেন্ট বাস্তবায়নে ৬ টি সংস্থা সহায়তা করে। এরা হল–

1. World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
2. World Young Men's Christian Associations (YMCA)
3. World Young Women's Christian Associations (YWCA)
4. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
5. The Duke of Edinburgh's International Award Ges
6. Alwaleed Philanthropies

'নন ফরমাল এডুকেশন ফোরাম' এ বাংলাদেশ থেকে ৮ সদস্যের একটি কন্টিনজেন্ট অংশগ্রহণ করে। কন্টিনজেন্টটিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস কন্টিনজেন্ট লিডার ছিলেন। এছাড়াও আইসিটি বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মো: মাহফুজুর রহমান এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মো: আব্দুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলের সভাপতি ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিকী, খুলনা অঞ্চলের সভাপতি ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল আলীম, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সভাপতি ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.গাজী হাসান কামাল, রাজশাহী অঞ্চলের সভাপতি ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মকবুল হোসেন এবং একাত্তর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট অনামিকা কবির। আন্তর্জাতিক এই ইভেন্টে বিভিন্ন দেশের ৫৯টি সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

'নন ফরমাল এডুকেশন ফোরাম' আন্তর্জাতিক ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রিয়ো ডি জানিরোর মিউজিয়াম অব টুমোরোতে। রিও ডি জানিরো ব্রাজিলের ২য় বৃহত্তম পর্যটন নগরী যাকে সংক্ষেপে রিয়ো বলা হয়। এই নগরী কোপা বায়ানা নামে বিখ্যাত সমুদ্র বীচের ধারে অবস্থিত। ডিসেম্বর থেকেই এই নগরীতে পর্যটক আসা যাওয়া শুরু করে। মিউজিয়াম অব টুমোরো সেখানেই তৈরি করা হয়েছে। মিউজিয়ামটি সাগর থেকে উঠে আসা কুমিরের মুখের আদলে তৈরি করা একটি আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন।

■ লেখক: মোঃ আবদুল হক
জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সম্পাদক, অগ্রদূত

ছড়া-কবিতা

আমাদের চেষ্টা, সুন্দর হবে দেশটা

-মীর মোহাম্মদ ফারুক

আ--কে--লা
মহাবৃত্ত, শিলাবৃত্ত, মহাগর্জন
ক্যাম্পুরীর প্রথম দিনে শিক্ষা অর্জন।
মূখ গোমরা, অলসতা, দুষ্টুমিটা ছাড়ি,
হাসি মূখে সবার সাথে কর মর্দন করি।

পরিপাটি পোষাক পরি,
আকেলার আদেশ মানি।
দূরন্তপনায় দূরন্ত জিতি,
নিজের কাজ সব নিজেই করি,
না পারি আর পারি।
বন্ধু পাতাই সবার সাথে
তাঁবু সাজাই যতন করে।
আমাদের চেষ্টা,
সুন্দর হবে দেশটা।

আ---কে---লা,
আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা,
করবো করবো করবো, ক---রবো।

ছড়াকার পরিচিতি
সিএএলটি সম্পন্নকারী স্কাউটার, সাংবাদিক, ছড়াকার, বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনকারী, ভ্রমন কাহিনী রচয়িতা ও সম্পাদক, অবলোকন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, গাজীপুর।

শীতের সকাল

স্বাগতা রানী দাস

কতই না সুন্দর কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকাল
কতই না স্মৃতি হৃদয় পটে ভেসে উঠে অবিকল।

কী নির্মল, কী স্নিগ্ধ সকাল দেখে হই আত্মহারা
উঠোনের কোনের ফুলগুলো যেন দিচ্ছে পাহারা।

ঘু ঘু শব্দ কানে আসে দূরের কোন এক অজানায়
পাখপাখালির কিচিরমিচির এক অনবদ্য ভঙিমায়।

পিঠা পুলির ধুম পড়ে যায় পলীবালার ঘরে ঘরে
নির্মল, স্নিগ্ধ প্রকৃতির রুপে যেন প্রাণটা জুড়ে যায়।

সরিষা গাছে ফুল গুলো যেন দাঁড়ায় মাথা উচু করে
বিজন গহীনে বিহগেরা ডাকে মিষ্টি মধুর শ্রীসুরে।

গলফ খেলার ইতিহাস ও নিয়ম কানুন

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর

বিভিন্ন গর্তে বল ফেলার জন্য বিভিন্ন পারের সংখ্যা রয়েছে। টি থেকে গর্তের দূরত্বই পার এর সংখ্যা নির্ধারণ করে।

- পার-তিনের (তিন শটে বল গর্তে ফেলা) ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ২৫০ গজ।
- পার-চারের (চার শটে বল গর্তে ফেলা) ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ২৫১ গজ থেকে ৪৭৫ গজ।
- পার-পাঁচের (পাঁচ শটে বল গর্তে ফেলা) ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ৪৭৫ গজের বেশি।
- পার-পাঁচের বেশি (পাঁচ শটের বেশি শটে বল গর্তে ফেলা) ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ৬৫০ গজের বেশি হয়।

এছাড়া গলফ কোর্সে যে ঢাল রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেও পারের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। তবে আন্তর্জাতিক মানের ১৮ গর্তের গলফ কোর্সে ৪ পারের ৩টি, ১০ পারের ৪টি এবং ৪ পারের ৫টি গর্ত থাকে। তবে এই বিভাজন সব সময় এক রকম হয় না। তবে সবক্ষেত্রেই সবমিলিয়ে ৭০, ৭১ কিংবা ৭২ পারের খেলা হয়ে থাকে। স্কোরিংটা নির্ধারিত হয় কোনো খেলোয়াড় ৭১ পারের বেশি শট খেলেছেন নাকি কম শট খেলেছেন সে হিসেবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত পারের চেয়ে কম শট খেলতে হবে। স্কোরকে আবার বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন কেউ যদি চার পারের খেলায় এক শটেই বল গর্তে ফেলে দেন তাহলে তাকে বলা হয় 'অস্ট্রিস'। একইভাবে চার পারের খেলায় কেউ যদি ১ পার কম খেলেই বল গর্তে ফেলে দেন তাহলে তাকে বলা হয় 'ব্রিডল'।

একইভাবে ২, ৩ ও ৪ শট কম খেলে বল গর্তে ফেলাকে বলা হয় যথাক্রমে 'ইগল', 'অ্যালব্যাট্রস' ও 'কনডর'। আর যদি কেউ নির্দিষ্ট পারের চেয়ে এক শট বেশি খেলে তাহলে বলা হয় 'বোগি', দুই শট বেশি খেললে বলা হয় 'ডাবল বোগি'। যদি প্রতিপক্ষ দুই খেলোয়াড় এর স্কোর সমান হয় তাহলে তাকে বলা হয় 'হেলভড' বা 'ট্রাই'। এক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ধারণে বেশি 'হোল' জয়ী খেলোয়াড়কে বিজয়ী করা হয়। 'হোল' বলতে বুঝায় 'টি' থেকে বল মেরে ১ পারেই বল গর্তে ফেলে দেওয়াকে। 'পেনাল্টি' নামক একটি বিষয়ও রয়েছে গলফে। গলফে পেনাল্টি ধরা হয় যখন একজন খেলোয়াড় বলে হিট করার পর বলটি হারিয়ে গেলে, কিংবা বল মাঠের বাইরে চলে গেলে, খেলার সরঞ্জাম বা ঘাস সরাতে গিয়ে বল নড়লে, ভুলক্রমে অন্য গলফারের বল মারলে। পেনাল্টি হিসেবে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের পারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সরঞ্জামাদি

গলফ খেলতে প্রয়োজন হয় একটি দন্ডের ও একটি বলের। যে দন্ডটি দিয়ে বলকে আঘাত করা হয় সেটিকে বলা হয় 'স্টিক' বা 'ক্লাব'। তবে এই স্টিক আবার বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। যেমন ড্রাইভার, উড, পাটার। 'টি' এলাকা থেকে লম্বা দূরত্বে বল মারার জন্য ব্যবহার করা হয় ড্রাইভার স্টিকটিকে। এটি সবচেয়ে বড় স্টিক। আর ফেরাওয়েতে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য ব্যবহার করা হয় উড স্টিক। আর সবুজ এলাকাতে বলে হিট করে গর্তে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয় পাটার স্টিকটিকে। একজন খেলোয়াড় তার পছন্দ অনুযায়ী স্টিক তৈরি করতে পারলেও সেগুলো গলফ খেলার নিয়ম মেনে তৈরি করতে হবে। না হলে পরবর্তীতে যদি কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে খেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকে।

নিয়ম-কানুন

খেলাটি সম্পূর্ণ অপেশাদার। পেশাদার কোনো খেলোয়াড় এই খেলাটির ধারেকাছেও ভিড়তে পারে না। কোনো খেলোয়াড় যদি এই খেলাটি শেখানো বাবদ বা খেলা বাবদ কারও কাছ থেকে কোনো টাকা নেন তাহলে সে আর অপেশাদার খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তবে গলফারদের পুরস্কারের মূল্যের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। একজন গলফার প্রথমবার 'টি' এলাকা থেকে বল মারার পর বলটি থামার পর নির্দিষ্ট ১৮ গর্তে বল ফেলার জন্য যতবার খুশি বলে হিট করতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে কম হিটকারীই বিজয়ী হবেন। 'টি' এলাকা থেকে হিট করা থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল হিটকে বলা হয় 'লেআপ' অ্যাপ্রোচ (লম্বা থেকে মাঝারি দূরত্ব), পিচ বা চিপ। বল যখন সবুজ এলাকায় পৌঁছে তখন তাকে বলা হয় 'পাট'।

অগ্রদূত ডেস্ক

বিদ্যুৎ ভবনে ‘টু বিল্ড এনার্জি সেনসেটিভ নেশন- এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর বাংলাদেশ স্কাউটস অনুষ্ঠিত

২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে বাংলাদেশ এসার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় ‘টু বিল্ড এনার্জি সেনসেটিভ নেশন- এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর বাংলাদেশ স্কাউটস অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ টায় প্রোগ্রামের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মনোয়ার ইসলাম এনডিসি, এনার্জি ও মিনারেল রিসোর্স বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মোঃ আনিসুর রহমান এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইসিটি বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান। প্রোগ্রামে বাংলাদেশের সকল অঞ্চল থেকে মনোনীত স্কাউটার এবং প্রোফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী প্রোগ্রামটিতে এনার্জি সিকিউরিটি এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, রোল অব বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড ইন সাসটেইনেবল এনার্জি সিকিউরিটি ইন দি রুরাল এরিয়া অব বাংলাদেশ, রিনিউএবল এনার্জি, এনার্জি ইফিসিয়েন্সি এন্ড এনার্জি সেভিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার জনাব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য (গ্যাস) জনাব মোঃ আবদুল আজিজ খান।

বাংলাদেশ স্কাউটস ও ইউনিসেফ পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

২৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ইউনিসেফ পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সকল অঞ্চল থেকে আগত প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং রোভার স্কাউট লিডারবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় উপকমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ বাংলঅদেশ স্কাউটস এর সাথে আগামী দুই বছরের জন্য ৪টি ক্যাটাগরীতে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। ক্যাটাগরিগুলো হলঃ (1) Community devlopment initiatives (2) Support Youth Engagement in Disaster Risk Reduction (DRR) Activities (3) Capacity Devlopment of Youth groups with Life Skills-Based Education (LSBE) and other Initiatives (4) Strengthening Youth Platform on Networking and Reporting Through Social Media

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটার আফজালের ৭০ তম জন্মদিনে দোআ মাহফিলের আয়োজন করা হয়

৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সন্ধা ৬টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের সাবেক সম্পাদক স্কাউটার আফজালের ৭০ তম জন্মদিনে তাঁর অসুস্থ্যতাজনিত কারনে আশুরোগ মুক্তির জন্য দোআ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতিক, প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নিতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ প্রমুখ।

স্কাউটার আফজাল হোসেন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ২৪ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের কন্টিনজেন্ট লিডার হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্যযে, তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের সাবেক সফল সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সারা দেশে একযোগে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডীদের জাতীয় পর্যায়ের ব্যবহারিক ও চুড়ান্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত

১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সারা দেশে একযোগে মোট ৩৪ টি কেন্দ্রে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের জাতীয় পর্যায়ের ব্যবহারিক ও চুড়ান্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই মূল্যায়ন ৩৪টি কেন্দ্রে গ্রহণ করা হয়। ব্যবহারিক ও চুড়ান্ত সাক্ষাৎকারে মোট ৮৫০ জন কাব স্কাউট অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউট এর জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক মনোনীত স্কাউটারগণ এই ব্যবহারিক ও চুড়ান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

এপিআর জাম্বুরী ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে সাংগঠনিক কমিটির ১ম সভায় বিভিন্ন উপকমিটি গঠন

৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সন্ধা ৬টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে এপিআর জাম্বুরী ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে জাম্বুরীর সাংগঠনিক কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপকমিশনারগণ এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় এপিআর জাম্বুরী ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন উপকমিটি গঠণ করা হয় এবং সকল কমিটির আহবায়ক অনুমোদন করা হয়।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ জনাব স.ব.ম. দানিয়েল ২১ জানুয়ারি ২০২০ রাত ১১:০০ টায় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত

আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

মুজিববর্ষ উদযাপনে বাংলাদেশ স্কাউটসের কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক জাতীয়ভাবে সারা দেশে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সালে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭ জানুয়ারি ২০২০ (২৩ পৌষ ১৪২৬) বুধবার বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিব বর্ষ) উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গৃহীত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে দেশের সকল প্রান্তের কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের মনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উন্নয়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মো: মেজবাহ উদ্দিন ভুঁইয়া।

সভায় মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা অবহিত করা হয় এবং মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এসকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে দেশের সকল প্রান্তের কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের মনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবে।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিব বর্ষ) উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির সকল সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরগাঁও সদরে কাব স্কাউটস ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় ও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ৪৪৪তম ও ৪৪৫তম কাব স্কাউট ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ জানুয়ারি ২০২০ হাজিপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উক্ত কাব ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী।

কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা স্কাউটস জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব এড. অরুনাংশু দত্ত টিটো, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা স্কাউটস এর সহ-সভাপতি জনাব রুনা লায়লা।

কোর্সে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক জনাব শেখ মিলন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, "মাদকমুক্ত সুশৃঙ্খল, সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও মুজিববর্ষ উদযাপনে স্কাউটদের ভূমিকা অপরিহার্য। স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে"।

এছাড়া কোর্সে মত প্রকাশ করেন ঠাকুরগাঁও জেলা স্কাউট এর সম্পাদক শিবু প্রসাদ দেবনাথ, কোর্সের কোর্স লিডার মুহাঃ জালাল উদ্দীন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক বাচ্চু মিয়া, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের অফিস সহকারী শেখ রায়হান।

কোর্সের উদ্দেশ্য, স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি, আন্দোলনের সাংগাঠনিক কাঠামো ও স্তরসমূহ, প্যাক মিটিং ও ট্রুপ মিটিং ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সর্বশেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার ও স্টাফ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয় এবং কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

■ প্রতিবেদক: মোঃ সোহরাব হোসেন
রোভার মেট
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট দল

স্কাউটের চর পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ লালমনিরহাট জেলার সীমান্তবর্তী স্কাউটের চর (মোগলহাট ইউনিয়নের চরফলিমারী, চরনগদটারী, ওসমান তাঁতীর চর) পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি স্মৃতি রায় ক্রিস্টাল স্কাউট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। এরপর তিনি স্কাউটের চরে টেলিমেডিসিন সেন্টার, গ্রন্থাগার, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ উদ্বোধন করেন। হতদরিদ্র শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৫ সাল থেকে চলমান ছাগল প্রদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অভিভাবকদের ২টি করে ছাগল প্রদান করেন তিনি। এরপর স্কাউটের চর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং সকলকে স্কাউট শপথ পুন:পাঠ করান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবু জাফর, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় উপকমিশনার জনাব সালাহউদ দীন আহমদ ও জনাব শাফায়াতুল ইসলাম খান জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ, দিনাজপুর অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস-মতিঝিল ঢাকা'র সদস্যবৃন্দ, লালমনিরহাট সরকারি কলেজ রোভার ইউনিট ও জেলা ডিজাস্টার দলের রোভার স্কাউটস এবং সাংবাদিকবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, ঢাকা মতিঝিলের ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউট দলটি, লালমনিরহাট জেলা রোভারের সহায়তায় ২০০৯ সাল থেকে লালমনিরহাট জেলার সীমান্তবর্তী এই দুর্গম চরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, সবুজায়ন, স্বাবলম্বীতা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে আসছে। SDG's বাস্তবায়নে স্কাউটিং এর ভূমিকার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এবং এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনে এই কাজগুলো অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস

কুড়িগ্রামকে জেলা স্কাউটস ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

৮ জানুয়ারি বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় কুড়িগ্রামকে স্কাউটস জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বাংলাদেশ স্কাউটস এর নীতিমালা অনুযায়ী জেলা স্কাউটস হওয়ার সকল শর্ত পূরণ এবং জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল থাকায় কুড়িগ্রাম জেলাকে স্কাউট ঘোষণা করা হয়। প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ বেলুন উড়িয়ে এবং ফলক উন্মোচন করে আনুষ্ঠানিকভাবে কুড়িগ্রামকে জেলা স্কাউটস ঘোষণা করেন।

জেলা স্কাউট ঘোষণা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ উক্ত ঘোষণাটি দেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) সাবেক সিনিয়র সচিব মাহফুজুর রহমান, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কেএম তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আখতারুজ্জামান খান কবির, জেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাগণ, কুড়িগ্রামের সকল উপজেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাগণ, কাব স্কাউটস, স্কাউটস এবং রোভার স্কাউস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুড়গ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটস এর সভাপতি সুলতানা পারভীন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর অনলাইন পোর্টালে শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেম্বারশিপ ও স্কাউট ইউনিট রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় কুড়িগ্রাম জেলাকে জেলা স্কাউটস ঘোষণা করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ভালো মানুষ, চরিত্রবান মানুষ, আদর্শিক মানুষ, ভদ্র মানুষ- এক কথায় আগামীর সুন্দর এবং যোগ্য মানুষ গড়তে স্কাউটসের বিকল্প নেই।' তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ স্কাউটসের নীতিমালার শর্তমোতাবেক কোনো জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব/স্কাউটস/রোভার স্কাউটস দলের স্কাউটস কার্যক্রম চালু থাকলে সেই জেলাকে স্কাউটস জেলা হিসেবে নির্বাচন করা যায়। কুড়িগ্রাম জেলা এ নীতিমালার সকল শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ৯টি উপজেলার উপজেলা স্কাউটস এর স্কাউট কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

■ দিনাজপুর প্রতিনিধিঃ অগ্রদূত

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

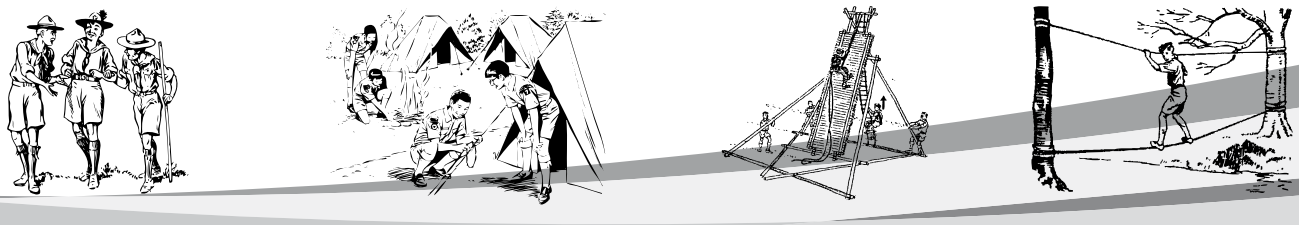

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

ফয়সাল মাহমুদ (আদর)
সরকারি বাক ও শ্রবণ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

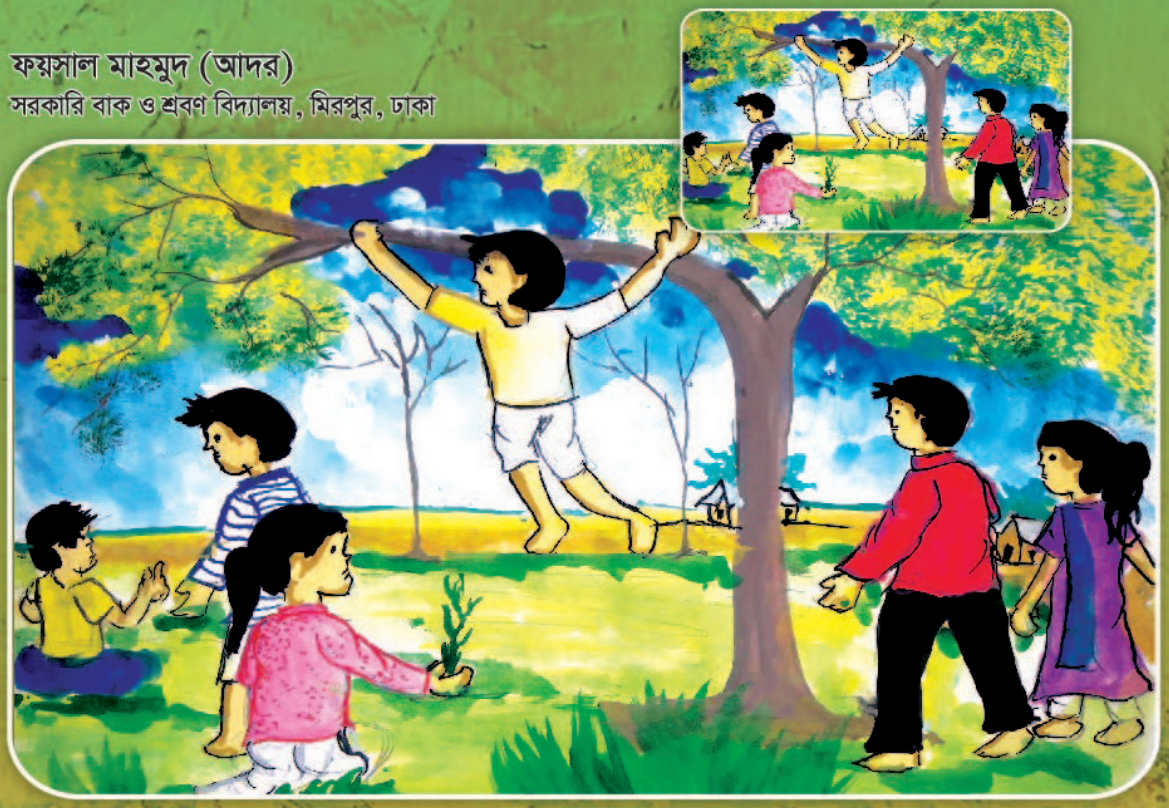

সুমা আক্তার
পি.এইচ.টি সেন্টার, মিরপুর ১৪, ঢাকা

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 64, Issue 01, January 2020

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578